ফ্রান্সের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৪৬ সালে ফ্রান্সে চতুর্থ সাধারণতন্ত্র সংবিধান চালু হওয়ার সময় থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই ১২ বছরের মধ্যে ২০ বার মন্ত্রীসভার পতন ঘটলে ফ্রান্সের সংবিধানের এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়ে। এই সংকটজনক অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য জেনারেল দ্য গলকে একটা নতুন সংবিধান রচনার করার দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর দ্য গলের নির্দেশে এবং মাইকেল ডেব্রের নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করা হয় এই উদ্দেশ্যে। মাত্র দুই মাসের মধ্যে এই কমিটি একটি নতুন সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করে। ১৯৫৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সেদিকে গণভোটে পেশ করা হয় এবং বিপুল ভোটে জনগণ কর্তৃক গৃহীত হলে সংবিধানটি ঐ বছরের ৪ অক্টোবর থেকে চালু করা হয়। এই সংবিধানটি ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধান বলে পরিচিত। এই সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি হল -

(১) লিখিত সংবিধান - ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা সহ ৯২ টি ধারা ছিল। ধারা গুলি আবার 15 টি শিরোনামে বিভক্ত ছিল।বহুবার সংশোধনের পর বর্তমানে ফরাসি সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনাসহ ১৭টি শিরোনাম এবং ৮৯টি ধারা আছে।

(২) প্রস্তাবনা - সংবিধানের শুরুতে একটি প্রস্তাবনা যুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় মানুষের অধিকার এবং জাতীয় সার্বভৌমিকতার ওপর অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং স্বাধীনতা সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে একটি সুসংহত শক্তিশালী সমাজ গঠনের কথা বলা হয়েছে।

(৩) সাধারণতন্ত্রের প্রকৃতি - ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্র সংবিধানে সাধারণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। সংবিধানের ২ নম্বর ধারায় ফ্রান্সকে একটি অবিভাজ্য, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক এবং সামাজিক সাধারণতন্ত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সাধারণতন্ত্রের মর্মবাণী হল - "স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব"।

(৪) গণসার্বভৌমিকতার স্বীকৃতি- সংবিধানের 3 নম্বর ধারায় গণসার্বভৌমিকতার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "জাতীয় সার্বভৌমিকতা জনগণের হাতে ন্যস্ত"। এই গন সার্বভৌমিকতার আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য সর্বজন ভোটাধিকারের নীতিকে স্বীকার করা হয়েছে।

(৫) রাষ্ট্রপতিশাসিত ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সংমিশ্রণ - বর্তমান ফরাসি সংবিধানে রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং সংসদশাসিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ন্যায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিও শাসন বিভাগের প্রকৃত প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো অন্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। তিনি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। এগুলো সবই রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার ন্যায় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। তবে তুলনামূলকভাবে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থার দিকেই ফ্রান্সের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পাল্লা ভারী। কারন এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতে বেশকিছু স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিলকে গণভোটে পেশ করতে পারেন, আবার তা না করে পার্লামেন্টের বিবেচনার জন্য পেশ করতে পারেন। তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেটো প্রয়োগের অধিকারী।

(৬) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান - ফ্রান্সের সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অথবা

পার্লামেন্টের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের পর প্রস্তাবটিকে প্রথমে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হতে হয়। তারপর গণভোটের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সম্মতি লাভ করলে সংশোধন প্রস্তাবটি কার্যকর হয়।

(৭) রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা - ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় ফরাসি রাষ্ট্রপতি হাতে কিছু জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জাতির স্বাধীনতা, ভূখন্ডগত অখন্ডতা অথবা তার আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারপূরণ যখন গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হয় এবং সংবিধানেরদ্বারা নির্দিষ্ট সরকারি কর্তৃত্বের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে।

(৮) এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা - ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুরোমাত্রায় এককেন্দ্রিক। সমগ্র ফ্রান্সকে প্রথমে ভূখন্ডগত দিক থেকে কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়েছে। ডিপার্টমেন্টগুলিকে আবার ক্যণ্টন, অ্যারনডাইজফেট এবং কমিউনে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলিকে পরিচালনা করার জন্য প্রতিটি স্তরে স্থানীয় সংস্থাসমূহ থাকলেও ব্রিটেনের মতো এখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীত হয়নি । পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের দ্বারা তাদের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়। বস্তুত স্থানীয় শাসনমূলক সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে থাকে।

(৯) গণভোটের ব্যবস্থা - ফ্রান্সের পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো গণভোট ব্যবস্থার প্রবর্তন। সংবিধানের ১১ এবং ৮৯ নম্বর ধারা দুটিতে গণভোটের আলোচনা করা হয়েছে। সংবিধানের ১১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে মন্ত্রিসভার প্রস্তাব অনুসারে অথবা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ প্রস্তাব অনুসারে সরকারি কর্তৃপক্ষের সংগঠন, কোন চুক্তির বা সন্ধির অনুমোদনী কোন চুক্তির বা সন্ধির অনুমোদনী সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতি গণভোটে দিতে পারেন। সংবিধানের ৮৯ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংশোধন সম্পর্কেও গণভোট গ্রহণ করতে পারেন।

(১০) দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা - ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় আইনসভা পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম সিনেট, নিম্নকক্ষের নাম জাতীয় সভা। উচ্চকক্ষের সদস্যরা পরোক্ষভাবে এবং নিম্নকক্ষের সদস্যরা সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন।